উপস্থিত ঃ- **মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,**
**বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম**

আদেশ নং- ৩৫

তারিখ- ২৩/ ০৮/ ২০২৩ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ আরজির তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভ্রমাত্মকভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় ১-৬ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করেন।

১-৬ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি করা হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ৩০/০৮/২০২২ ইং তারিখের ২৬ নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

বাদীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানার্থে ০২ জন সাক্ষী **আবুল কাসেম কে P.W.-1** ও **মোঃ ইব্রাহিম কে P.W.-2** হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিম্নবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন যথা ঃ

১। শাকপুরা মৌজার আর এস ১৯৩৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী- ১

২। একই মৌজার বি এস ৮৮৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২

**আবুল কাসেম কে P.W.-1** ও **মোঃ ইব্রাহিম কে P.W.-2** এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১-২) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষের দাবিমতে নালিশী আর এস ১৯৩৯ নং খতিয়ানের ১০১৫০, ১১৭৯৯, ১১৫০১ নং দাগের ৫১ শতক বাড়ি ভিটি পুকুর ও নাল ভূমি মূল মালিক ছিল গোলমেহের বিবি। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী আর এস ১৯৩৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন, উক্ত গোলমেহের বিবি দুই পুত্র আহাম্মদ হোসেন ও মোহাম্মদ সোলায়মান কে ওয়ারীশ রেখে যান। পরবর্তীতে আহাম্মদ হোসেন ১/২ নং বাদী এবং মোহাম্মদ সোলায়মান ৩ নং বাদীকে ওয়ারীশ বিদ্যমান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে বাদীগণ উক্ত ৫১ শতক ভূমিতে ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে পরিবার নিয়ে বসতবাড়ি নির্মানে ও পুকুর পাড়ে বৃক্ষাদি ফলিয়ে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়

গোলমেহের বিবির পরবর্তী জের ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগণ নালিশী ভূমি মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব ও দখল রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী আর এস ১৯৩৯ নং খতিয়ানের সামিল বি এস খতিয়ান ৮৮৯ এবং আর এস ১০১৫০, ১১৭৯৯ ও ১১৫০১ নং দাগের সামিল বি এস দাগ ২১৭৭৯, ২৩৪৮৬ ও ২৩১৮৮ হয়। বি এস ৮৮৯ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-২ হতে দেখা যায়, নালিশী উক্ত ৫১ শতক সম্পত্তিতে বাদীগনের পূর্ববর্তী আহাম্মদ হোসেন এবং মোহাম্মদ সোলায়মান এর নামে  ।/৩।/ অংশ করে রেকর্ড হয়েছে এবং তাদের সাথে ১-৩ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী নুরুল ইসলাম এর নামে ৷ ( তিন আনা) এবং ভারতবাসী সুখেন্দু বিকাশ দাশ এর নামে /১৩।/ অংশ রেকর্ড হয়েছে। তর্কিত বি এস খতিয়ানে নুরুল ইসলাম ও সুখেন্দু বিকাশের নাম আসার কোন যৌক্তিক ভিত্তি বা কারন পাওয়া যায়নি। বি এস খতিয়ানে তাদের নাম আসাটা সম্পূর্ন ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে বাদীগণ তর্কিত ৫১ শতক ভূমিতে মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন। উক্ত প্রেক্ষিতে বি এস ৮৮৯ নং খতিয়ানে বি এস দাগ ২১৭৭৯, ২৩৪৮৬ ও ২৩১৮৮ দাগের সমুদয় ৫১ শতক ভূমি বাদীগনের পূর্ববর্তী আহাম্মদ হোসেন এবং মোহাম্মদ সোলায়মান এর একক নামে ১৬ আনা অংশ লিপি হওয়া উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায় ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে নালিশী ভূমি সম্পর্কিত বি এস ৮৮৯ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিবাদীপক্ষ অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্ধিতা করার সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলায় করায়, বাদীপক্ষ হতে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণাদি অলঙ্ঘনীয় প্রকৃতির বলে আমি বিবেচনা করি। এরুপ পরিস্থিতিতে উক্ত অবিসংবাদিত ও অবিকৃত সাক্ষ্যসমূহ গ্রহন করা এবং উক্ত অলঙ্ঘনীয় দালিলিক সাক্ষ্য ও আরজি বর্নিত বক্তব্যের উপর নির্ভর করা ব্যাতিরেকে আদালতের সম্মুখে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ তাহার আরজি প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাবার হকদার বলে আমি মনে করি। সুতরাং অত্র মামলা ডিক্রিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৬ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভূমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সম্পর্কিত বি.এস ৮৮৯ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যা বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

**(মোঃ হাসান জামান)**
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম

**(মোঃ হাসান জামান)**
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম